যুগান্তর

তারিখ 23 MAR 2009
পৃষ্ঠা ...

পদত্যাগ : চাপের মুখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

... গ্রিলে ঝোলান কি কারণে ... করতে বলা হল।

পদত্যাগী উপাচার্য নজরুল ইসলাম বলেন, 'যাদের কোন গ্রুপ নেই তারা কোথায় যাবে। আমরা সাধারণ মানুষ কি থাকব না। এক গ্রুপ ৫ বছর চালাবে। অপর গ্রুপ ৫ বছর চালাবে। বঙ্গবন্ধু কি এ সোনার বাংলা চেয়েছিলেন? বঙ্গবন্ধু কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।'

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী দিনবদলের কথা বলেছেন। এটা কি দিনবদল হচ্ছে। এটা দলীয়করণ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথা এরা শুনছে না।

ভিসি পদত্যাগের নেপথ্যে

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) ২০-২৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল ভিসি প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা নজরুল কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের দ্রুত বাস্তবায়ন, জোট সরকারের আমলে ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের অবিলম্বে ওএসডি ও অবৈধ নিয়োগ বাতিল, পদোন্নতিবঞ্চিত চিকিৎসকদের যথাযথ প্রমোশন প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য পদে নিয়োগ, সিনিয়রিটির ভিত্তিতে সিলেকশন গ্রেড ঠিক করা, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্বাচিপ করার কারণে চাকরিচ্যুত হয়েছেন— এমন চিকিৎসকদের চাকরি ফিরিয়ে দেয়া, দি-ব্লকে অবৈধভাবে বসবাসকারী চিকিৎসকদের বাসা বরাদ্দ বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কোর্স কারিকুলাম উন্নীত করা, সব সরকারি মেডিকেল কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বেআইনিভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ বাতিলসহ বিভিন্ন দাবি পেশ করেন। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন নেতা পকেট থেকে ৩০ জনের তালিকা বের করে ভিসিকে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ওএসডি ও বদলি করার জন্য চাপ দেন। জানা গেছে, এ সময় ভিসি জানান, বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সময় স্বাচিপ চিকিৎসকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং ভিসিকে উদ্দেশ করে বলেন, তাদের কথা না শুনলে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে। এ সময় ভিসি ওই নেতাদের পেটিজ্যাট হলে বাহিরে বের করে দেন এবং বলেন প্রয়োজনে পদত্যাগ করবেন কিন্তু কারও নির্দেশে কাজ করবেন না। গতকাল যুগান্তর প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলাম বলেন, তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। তাকে কিছু বলতে হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা ঊর্ধ্বতনরা বলবেন। কিন্তু সরকারি চেইন অব কমান্ড ভেঙে কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের নেতারা নির্দেশ দেবেন এবং তাকে তা পালন করতে হবে— কখনও তিনি তা মেনে নেবেন না।

জোট সরকারের দুর্নীতি ও নজরুল কমিটির রিপোর্ট

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে জনবল নিয়োগ ও কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে দুর্নীতি হয়। ২০০৭ সালের ৫ মে তৎকালীন ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান (বর্তমান ভিসি) প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলামকে সভাপতি ও ...টিকা নিয়ন্ত্রক মোঃ ইফতেখার ...কে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ৮ মে থেকে ৫০ বার সভায় মিলিত হয় এবং তদন্ত করে সর্বসম্মতিক্রমে (একজন ছাড়া) সুপারিশ প্রণয়ন করে। ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগে দেখা যায়, দ্বিতীয় ক্যাথল্যাব ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা হয়। তাছাড়া ৭ বছরের ওয়ারেন্টির স্থলে ৩ বছর ওয়ারেন্টি সার্ভিস কন্ট্রাক্টের কারণে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২০২টি বেড সাইড লকার ৯ লাখ ৯ হাজার টাকা বেশি দামে কেনা হয়। অতীতের নীতিমালা লংঘন করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে ৮০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা মূল্যে ইকো-কার্ডিওগ্রাম মেশিন কেনা হয়। সেফটিব্যাকজন বেশি দামে কিনে ৩১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৬ টাকার ক্ষতি হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও হেমোডায়ালাইসিস ক্রয় ও মেরামতে ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়। বেশি দামে আইসিইউর জন্য ৬টি ভেন্টিলেটর ক্রয়ে ৭৫ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। একই প্রক্রিয়ায় হার্ট লাং মেশিনে ৮০ লাখ, ইউরোলজি বিভাগের লিথোট্রিপসি মেশিনে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৭৭ হাজার টাকা, পিএবিএক্স টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১০ লাখ ৪২ হাজার ৭২০ টাকা, আইসি রিনোভিশন কাজের নামে ১৬ লাখ ও কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়।

ওই রিপোর্টে শতাধিক চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও যোগ্যতা বিবেচনা না করার অভিযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ও আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায় বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

নজরুল কমিটির রিপোর্ট প্রদানের পর তা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের তৎকালীন পরিচালক শাহজাহান বিশ্বাসকে প্রধান করে একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রিভিউ কমিটি নজরুল কমিটির রিপোর্টের কিছু কিছু সুপারিশের ব্যাপারে আপত্তি জানায়। ওই সময় দুর্নীতি দমন কমিশন নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রয় ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তদন্ত করে। তারা দীর্ঘদিন হাসপাতালে অবস্থান করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

জানা গেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভিসি মোঃ তাহির থাকাকালে নজরুল কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হয়। ওই সময় মোঃ তাহিরকে প্রধান করে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠিত হয়। পরে গত চার মাস আগে প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলামকে ভিসি করা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলাম ভিসি হিসেবে নিয়োগের পর জোট সরকারের সমর্থক চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে দলীয় ভিসি উল্লেখ করে পদত্যাগ দাবি করে মিছিল করেন। এ সময় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতারা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভিসি হিসেবে তার নিয়োগে খুশি হন। কিন্তু ভিসি হিসেবে নিয়োগের পর তাকে কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে না দেখে তারা হতাশ হন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক স্বাচিপ নেতা বলেন, প্রফেসর নজরুল ইসলাম চিকিৎসক, গবেষক ও মানুষ হিসেবে ভিন্ন হলেও প্রশাসক হিসেবে মোটেই ভালো নন। প্রশাসন পরিচালনার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, রাজনৈতিক সরকারের মতাদর্শ বাস্তবায়নে সহায়তা ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, বঞ্চিতদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গড়িমসির কারণে তাকে পদত্যাগ করতে হচ্ছে। তারা বলেন, জোট সরকারের আমলে অবৈধ নিয়োগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারসাম্য নেই। এখনও জোট সরকারের আমলে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্তরা বহাল-তবিয়তে রয়েছেন। তাদের কারও বিরুদ্ধে ভিসি ব্যবস্থা নেননি। তাদের আশা ছিল, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তারা অন্তত ওএসডি হবেন। কিন্তু তিনি তাও করেননি।

পদত্যাগী ভিসি প্রফেসর নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, নজরুল কমিটির রিপোর্টে দুটি দিক রয়েছে। একটি ক্রয় সংক্রান্ত। এটি দেখছে দুর্নীতি দমন কমিশন। তারা ইতিমধ্যেই ৫-৬টি মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। অপরটি নিয়োগ সংক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় আগের ভিসি মোঃ তাহিরকে নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন খতিয়ে দেখা কমিটির প্রধান করা হয়। যিনি ভিসি তিনিই কমিটির প্রধান হওয়ায় বিচারে সমস্যা দেখা দেয়। নজরুল ইসলাম জানান, সে কারণে কয়েকদিন আগে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু বিধিমোতাবেক কাজ করার জন্য যে সময় দেয়া প্রয়োজন তা মানতে রাজি হননি স্বাচিপ নেতারা।

সর্বশেষ কর্মদিবস

গত ২-৩ দিন ধরে ভিসির পদত্যাগের জোর গুঞ্জন ছিল। রোববার সকালে ভিসি যথারীতি অফিসে আসেন। অফিস থেকে তিনি রেনাল এসোসিয়েশনের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। পরে দুপুরে ফিরে এসে তিনি ও অপর তিন প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ একযোগে পদত্যাগ করেন। ভিসি পদত্যাগ করছেন সংবাদে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ২৪ জন কম্পিউটার অপারেটর, হিসাবরক্ষকরা ভিসির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে তাদের স্থায়ী নিয়োগের দাবি জানান।

১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল সাবেক আইপিজিএমআরকে দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন ভিসি বদল হয়েছে। তারা হলেন— মরহুম প্রফেসর এমএ কাদেরী, প্রফেসর মোঃ তাহির (অবসরপ্রাপ্ত), প্রফেসর ডা. মাহমুদ হাসান, মরহুম প্রফেসর ডা. এমএ হাদি, প্রফেসর মোঃ তাহির ও প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলাম।

ডা. নজরুল ইসলাম ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর ৩ বছরের জন্য ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

কে হচ্ছেন নতুন ভিসি

কে হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী ভিসি, দুই প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষসহ শীর্ষ চার কর্মকর্তা। রোববার দুপুরে ভিসি প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম, দুই প্রোভিসি প্রফেসর ডা. চৌধুরী আলী কাওসার ও প্রফেসর ডা. কামালউদ্দিন এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. রুহুল আমিন মিয়া পদত্যাগের পর থেকেই সবার মুখে মুখে ছিল কে কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন হচ্ছেন। ভিসি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাক, কান ও গলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত ও গাইনি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সয়েদা খাতুনের নাম শোনা গেছে। দুজনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিকিৎসক। প্রোভিসি হিসেবে তিনজনের নাম রয়েছে। তারা হলেন— চক্ষু নেফ্রোলজি বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন, নিউরোমেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. আনিসুল হক ও নিওনেটাল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. শহীদুল্লাহ। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিনের নাম রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই চারটি পদে মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে। আজ সকালেই নিয়োগ দেয়া হবে।